দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 FEB 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

007

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৯৪

বিনা বেতনে শিক্ষকতা

মাসের মাইনেতে যেখানে মাস চলে না, ভাবতে অবাক লাগে সেখানে ৬৬টি সরকারী কলেজের তিন হাজার শিক্ষক-কর্মচারী ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। '৮৪ সাল থেকে '৮৬ সাল পর্যন্ত যেসব কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে সেসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরাই এই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে, কিন্তু পদ স্থায়ী করা হয়নি বলেই এ দুর্ভোগ। পদ অর্থাৎ শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়া কলেজ চলে একথা নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ দাবী করবেন না। তাহলে ৪ বছরেও পদগুলো স্থায়ী করা হয়নি কেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

প্রাথমিকভাবে পদগুলো স্থায়ীকরণে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সেজন্যই রিটেনশনের ব্যবস্থা। স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত রিটেনশন আদেশের মাধ্যমে তাদের বেতন দেয়ার নিয়ম। অর্থ-বছরের শুরুতে যেখানে জুলাই মাসে এই আদেশ জারি হবার কথা সেখানে আট মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তা না হওয়ায় সরকারী অফিসে কাজকর্মের ধারা এবং এ ব্যাপারে তাদের ঔদাসীন্য-শৈথিল্যের চিত্রই ফুটে ওঠে।

পদ স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত রিটেনশন আদেশ জারির জন্য প্রত্যেক বছর শিক্ষক-কর্মচারীদের তদবির করতে হবে কেন তা বোধগম্য নয়। এটিতো আপনা-আপনিই হয়ে যাবার কথা। বিশেষ করে গেলো বছরের বিলম্বের পর এবারো তার পুনরাবৃত্তি হয় কি করে?

শিক্ষকতা পেশাটা যতই মহান হোক, হাওয়া খেয়ে শিক্ষক-দের পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকতে পারেন না।

বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণ করা হলে বেতন-ভাতা নিয়মিত পাওয়া যাবে এই বিবেচনায় শিক্ষক-কর্মচারীদের খুশী হবার কথা। অথচ এ ক্ষেত্রে হয়েছে ঠিক তার উল্টো।

সকল সমস্যার সমাধান হয় পদগুলো স্থায়ী হলে। এনাম কমিটির রিপোর্টে যেখানে কলেজগুলোতে বিষয়ভিত্তিক পদ সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা আছে এবং সরকারী কলেজগুলোতে বহু পদ শূন্য পড়ে আছে, সেখানে তা করতে অসুবিধা কোথায় তা বোধগম্য নয়।

আসলে সরকারী অফিসে কাজ হয় আঠার মাসে বছরের হিসেবে। ফাইলে সিদ্ধান্ত দেবার সময়সীমা যতই নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এর ওপর-নীচ চালাচালি আর শেষ হয় না। অযথা প্রশ্ন উত্থাপন এবং এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে পাঠিয়ে দায়িত্ব এড়ানো হয়।

রিটেনশন আদেশ জারি এবং পদগুলোর স্থায়ীকরণ এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের মাইনে প্রদানের সাথে শিক্ষা, সংস্থাপন এবং অর্থ-মন্ত্রণালয় জড়িত। যে কাজে যত বেশী মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষ জড়িত সেকাজে সময় তত বেশী লাগে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাবে বিলম্ব দীর্ঘায়িত হয় মাত্র।

আমাদের দেশে সরকারী সিদ্ধান্ত কত অযৌক্তিক এবং খাম-খেয়ালিপূর্ণ হতে পারে তার একটা নজির পাওয়া যায় '৮৪ সালের আগে ও পরে জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারী-দের আন্তঃকলেজ বদলির ব্যাপারে। '৮৪-র আগে জাতীয়করণ-কৃত সকল কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের পদই স্থায়ী। সেখানে যারা কাজ করছেন তারা সকলেই স্থায়ী সরকারী কর্মচারী, অথচ তাদের কেউ যদি '৮৪ সাল থেকে '৮৬ সালে জাতীয়করণকৃত কলেজে বদলি হন, তাহলে ঐসব কলেজের পদ অস্থায়ী হওয়ায় তিনিও বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে তাদের মতই ভোগান্তির শিকার হন। একবার যিনি স্থায়ী হয়েছেন, তাকে পুনরায় অস্থায়ী বলে গণ্য করা তোগলকী ব্যাপার ছাড়া আর কি?

এসব তোগলকী কাণ্ড এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বিড়ম্বনার অবসান নির্ভর করছে এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর। শিক্ষা এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অবশেষে পদগুলো স্থায়ী করার অনুমতি দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এখন যত বিলম্ব করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটি "শেষ হয়ে হইল না শেষ" হয়ে থাকবে।